44

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2-3 SEP 1994
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

স্কুল পর্যায়ে শিক্ষা ও শিক্ষক

সম্প্রতি পত্রিকান্তরের এক খবরে বলা হয় যে, শিক্ষকের অভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে মারাত্মকভাবে। সকলেই জানেন বাংলাদেশে তৃতীয় শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক। কিন্তু শিক্ষক না থাকিলে ছাত্ররা কিভাবে পাঠ গ্রহণ করিবে, তাহা কাহারও বুঝে না আসার কথা নয়। বলাই বাহুল্য, শিক্ষকের সঙ্কট চলিতেছে দীর্ঘদিন যাবৎ। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ১৯৮৮ সালে সরকারের পক্ষ হইতে প্রতি স্কুলে একজন করিয়া কাব্যতীর্থ শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ঘোষণা বাস্তবায়নে তেমন কোন উদ্যোগ দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। অবশ্য শিক্ষকের সঙ্কট শুধু সংখ্যালঘু ছাত্রদের ধর্ম শিক্ষার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্য অনেক বিষয়ের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা অতি প্রকট। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত জানুয়ারী মাস হইতে স্কুল পর্যায়ে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু দেশের প্রায় ৪০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য হাজার হাজার স্কুলে কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। অন্তর্বর্তী ব্যবস্থারূপে থানার কৃষি অফিসারদের স্কুলে স্কুলে যাইয়া শিক্ষা দানের নির্দেশ জারি করা হইয়াছিল। নির্দেশ মোতাবেক কৃষি অফিসাররা স্কুলে স্কুলে যাইতেছেন কিনা, তাহাও কিন্তু অজানা। 'মনিটর' করার ব্যবস্থাও নাই। শিক্ষকের ব্যবস্থা না করিয়া কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থাটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়িয়া দেওয়ার মতই ব্যাপার বলিয়া অনেকের মত।

অবস্থাটা আরও শোচনীয় ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে। ইংরেজী বিদেশী ভাষা। তাই এক্ষেত্রে শিক্ষকের সহায়তা ও সযত্ন প্রয়াস অত্যাবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্য অধিকাংশ স্কুলেই ইংরেজীর শিক্ষক নাই। বিজ্ঞাপন দিয়াও শিক্ষক জোটে না এবং দরখাস্ত পর্যন্ত পাওয়া যায় না বলিয়া অভিযোগ আছে। এই ক্ষেত্রের সঙ্কটও দীর্ঘদিনের। ফলে এখন ইহার বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে সমাজে ও রাষ্ট্রে। শোনা যায়, এখন সরকারী দফতরে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির মুসাবিদা রচনার যোগ্য লোক ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ভাল ইংরেজী না জানার কারণে বিদেশী সাহায্য আদায়ের প্রক্রিয়ায় অব্যবস্থা বৃদ্ধি পাইতেছে। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, শুধু ইংরেজী ভাষার উপর পর্যাপ্ত দখল না থাকার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে পর্যন্ত পি,এইচ,ডি ডিগ্রি না লইয়া দেশে ফেরত আসিতে হইয়াছে।

সরকার বাজেটে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। মোটা দাগে অর্থ দেওয়া হইতেছে শিক্ষা খাতে। কিন্তু শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকই যদি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রে উন্নতি-অগ্রগতির আশা যে দুরাশায় পর্যবসিত হইতে বাধ্য, তাহা অনুধাবন কাহারও জন্যই কষ্টসাধ্য নয়। তাই অগ্রাধিকারদানের ক্ষেত্রে যোগ্য শিক্ষক সৃষ্টির কাজকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত বলিয়া ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত। এই লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিক পরিকল্পনা যে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। অনেকে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কথা বলিতেছেন। শিক্ষকদের ব্যাপক ভিত্তিতে ইন-সার্ভিস ট্রেনিংদানের প্রস্তাবও রহিয়াছে। সংখ্যালঘু ছাত্রদের ধর্ম শিক্ষাদানের লক্ষ্যে উপযুক্ত শিক্ষক সৃষ্টির জন্য সরকারী আনুকূল্যে বিশেষ স্কুল স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করা যায় না। যেসব বিষয়ে শিক্ষকের অনটন, সেসব বিষয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাতা প্রবর্তনের বিষয়টিও বিবেচনাযোগ্য। মোটকথা, শিক্ষকের অভাব পূরণের জন্য সরকারের পক্ষ হইতেই জরুরী উদ্যোগ আবশ্যক।